IEDCR

চিকুনগুনিয়া আপডেট ইস্যু নং-৬, তারিখঃ ৮ জুলাই, ২০১৭

চিকুনগুনিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

এপর্যন্ত আইইডিসিআর-এ আসা ল্যাবরেটরীতে নিশ্চিত চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্ত রুগীদের মধ্যে

(১) হঠাৎ জ্বর প্রায় সকলের মধ্যে পেয়েছি।

এছাড়া

(২) প্রচন্ড গিরা ব্যাথা ও ফুলে যাওয়া
(৩) প্রচন্ড দূর্বলতা
(৪) খাবারের প্রতি অনিহা
(৫) বমি বমি ভাব অথবা বমি
(৬) চামড়ায় লালচে দানা (Skin Rash)
(৭) মাংসপেশীতে ব্যথা (Muscle Pain)

সাধারণতঃ রোগটি ২-৭ দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়, তবে কখনো কখনো গিটের ব্যথা কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছরের বেশী সময় থাকতে পারে। আক্রান্ত মশার কামড় খাবার ৩-৭ দিনের মধ্যেই সাধারণতঃ রোগের লক্ষণ শুরু হয়।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণঃ

এ রোগ প্রতিরোধের কোন টিকা এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ব্যক্তিগত সচেতনতাই চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান উপায়। তবে একবার এ রোগ হলে দ্বিতীয়বার হবার সম্ভাবনা কম।

মশার কামড় থেকে সুরক্ষাঃ

মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই চিকুনগুনিয়া থেকে বাঁচার গুরুত্বপূর্ণ উপায়। মশার জন্মস্থান ধ্বংস করা, আবাসস্থল ও এর আশে পাশে মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে। বাসার আশেপাশে ফেলানো মাটির পাত্র, কলসী, বালতি, ড্রাম, ডাবের খোলা ইত্যাদি যে সকল স্থানে বৃষ্টির পানি জমতে পারে, সেখানে এডিস মশা প্রজনন করতে পারে। এসব স্থানে যেন পরিষ্কার পানি জমতে না পারে সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা এবং নিয়মিত বাড়ির আশ-পাশ পরিষ্কার করা।

যেহেতু এ মশা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত থেকে জীবাণু নিয়ে অন্য মানুষকে আক্রান্ত করে, কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে যাতে মশা কামড়াতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া ।

শরীরের বেশীর ভাগ অংশ ঢাকা রাখা (ফুল হাতা শার্ট এবং ফুল প্যান্ট পরা), জানালায় নেট লাগানো, প্রয়োজন ছাড়া দরজা জানালা খোলা না রাখা, ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করা, শরীরে মশা প্রতিরোধক ক্রীম ব্যবহার করার মাধ্যমে মশার কামড় থেকে বাঁচা যায়।

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসাঃ

উপরোল্লিখিত উপসর্গ সমূহ দেখা দিলে, উক্ত ব্যক্তির চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের আশংকা থাকে। উপসর্গ সমূহ শুরুর প্রথম ৫ দিনের মধ্যে চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে ভাইরাসটি আর-টি পিসিআর (RT-PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত ভাবে সনাক্ত করা যায়। বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিটিউট (আইইডিসিআর)-এ চিকুনগুনিয়া রোগ নির্ণয়ের এই পরীক্ষা করা হয়। এখানে রক্ত পরীক্ষা করতে হলে অবশ্যই প্রথম ৫ দিনের মধ্যে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আসতে হবে।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা মূলত উপসর্গ ভিত্তিক। এর কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশ্রাম নিতে হবে, প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে এবং প্রয়োজনে জ্বর ও ব্যথার জন্য Paracetamol Tablet এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খেতে হবে। তবে গিটের ব্যথার জন্য গিটের উপরে ঠান্ডা পানির শেক এবং হালকা ব্যায়াম উপকারী হতে পারে।

এ রোগে শিশু, অসুস্থ রোগী এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

চিকুনগুনিয়া জ্বরে আক্রান্তদের জ্বর পরবর্তি সমস্যা ও করনীয় সম্বন্ধে ডাঃ মোঃ মুজিবুর রহমান, অধ্যাপক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ-এর উপদেশ

১। সম্প্রতি কিছু সংখ্যক রুগীদের মধ্যে জ্বর পরবর্তী সময়ে বাত ও ব্যাথাজনিত কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে এটি গিটে বাতের মতো হতে পারে এবং পা ব্যাথা হয়ে ফুলে যেতে পারে।

৩।এই জ্বরের সময়ে যেভাবে Paracetamol খাওয়া হয়, ঠিক সেভাবেই Paracetamol খাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে ভীত সন্তস্ত্র হবার কোন কারন নেই।

-- Paracetamol ২/৩ সপ্তাহ খাওয়ার পরেও যদি ব্যাথা না কমে তাহলে ব্যাথা নাশক জাতীয় ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাওয়া যেতে পারে। তবে এসব ওষুধ খাওয়ার আগে নিশ্চিত হতে হবে রোগীর Dengue জ্বর হয়েছে কিনা ।

-- ব্যাথা নাশাক ওষুধ খাওয়ার পরেও যদি ব্যাথা না কমে তাহলে রুগীকে অবশ্যই মেডিসিন অথবা বাত রোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলাতে চিকুনগুনিয়া নিয়ে আলোচনা সভা

গত ০৬-০৭-২০১৭ ইং তারিখ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর-এর হল রুমে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমন সম্পর্কিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মওলা বকস্ চৌধুরী, সিভিল সার্জন, দিনাজপুর, সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ মোঃ জাহাঙ্গীর কবির, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকপ্পনা কর্মকর্তা, বীরগঞ্জ একং প্রধান আলোচক ছিলেন ডাঃ আফরোজ সুলতানা লুনা, যিনি মেডিকেল অফিসার হিসাবে অত্র স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ কর্মরত আছেন।

হটলাইন ও আপডেট

গতকাল ৫৮ জন হটলাইন মারফৎ হয়ে বিভিন্ন তথ্য জানতে চান এবং ১ জন অতি অসুস্থ ব্যক্তি সরাসরি উপস্থিত হন। তারা বেশীরভাগ ঢাকা থেকে এবং এছাড়া কয়েকজন নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাও এবং মাদারীপুর জেলা থেকে যোগাযোগ করেন। ৭ই জুলাই পর্যন্ত আইইডিসিআর-এ ল্যাবরেটরীতে নিশ্চিত চিকুনগুনিয়া রোগীর সংখ্যা ৫৬৬।

চিকুনগুনিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে এই ওয়েবসাইট ভিজিট করুন-www.iedcr.gov.bd অথবা হটলাইন নাম্বার ০১৯৩৭১১০০১১, ০১৯৩৭০০০০১১ ফোন করুন

INSTITUTE OF EPIDEMIOLOGY, DISEASE CONTROL & RESEARCH
IEDCR